জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর

৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৩৭৩৭৮, ৮৩২১৯৪৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৩১৯৯৪৮, Web : www.bmet.org.bd

THE CITIZEN'S CHARTER

১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দপ্তরের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম নিম্নরূপঃ-

কর্মসংস্থান শাখা

১) রিক্রুটিং লাইসেন্স প্রদান ঃ-

(ক) লাইসেন্সের আবেদনের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রদান করতে হয় ঃ

- নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফি-২০০০/- টাকা সহ);
- ট্রেড লাইসেন্স;
- বিগত ২ (দুই) বছরের আয়কর রিটার্ণ;
- অংশীদারী বা লিমিটেড কোম্পানীর সত্যায়িত পার্টনারশীপ ও অংশীদার, পরিচালকদের দায় ও সম্পদের বিবরণ;
- ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট;
- নূন্যতম ৫০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস;
- কম্পিউটার,টেলিফোন,ডুপ্লিকেটিং মেশিন,ফ্যাক্স,ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাবপত্র;
- একজন কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৫ (পাঁচ) বছরের পুলিশ ভেরিফিকেশন সনদ পত্র।

আবেদন ফি ব্যাংকে জমাকরণ, অফিস পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাপ্তরিক কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ- ৩০ দিন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(খ) মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্সের আবেদন অনুমোদনের পর নিম্নোক্ত হারে ফি-জামানত জমা দিতে হয় ঃ

- লাইসেন্স ফি - ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা;
- জামানত - ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা।

উক্ত ফি-জামানত ব্যাংকে জমাসহ লাইসেন্স ইস্যুর জন্য সময়-১০দিন।

২) রিক্রুটিং লাইসেন্স নবায়ন ঃ-

- প্রতি ২ বছর পর পর নির্ধারিত ফরমে রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়নের আবেদন করতে হয়;
- নবায়ন ফি (দুই বছরের জন্য) ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা।

আবেদন ফি ব্যাংকে জমাকরণ, অফিস পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাপ্তরিক কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ- ১৫ দিন। মন্ত্রণালয় হতে নবায়নের আবেদন অনুমোদনের পর লাইসেন্স বইয়ে এমবোস সীলসহ এনডোর্স করার সময়-১০ দিন।

৩) অনুবাদ কেন্দ্রের তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ঃ-

তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি জমা দিতে হয় ঃ

- নির্ধারিত ফরমে আবেদন;
- ট্রেড লাইসেন্স ও রেজিষ্ট্রেশন লাইসেন্স;
- কামিল/টাইটেল পাস অনুবাদক, ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রত্যায়নপত্র;
- অফিসের মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত দলিল (লিজ ডিড) এবং ভাড়া পরিশোধের রশিদ;
- অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্যায়িত পার্টনারশীপ ও অংশীদার, পরিচালকদের দায় ও সম্পদের বিবরণ;
- পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জামানত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) ও বার্ষিক নবায়ন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা।

অফিস পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রদেয় ফি ব্যাংকে জমা নিশ্চিতকরণসহ তালিকাভুক্তির অনুমতি প্রদান-৩০ দিন।

৪) রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন ঃ-

প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্তপূর্বক বহির্গমন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২ মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ, শুনানী গ্রহণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ- ৩০ দিন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫) বিদেশগামী কর্মীদের নাম ডাটাবেজে তালিকাভুক্তি ঃ-

- বৈদেশিক চাকুরীর জন্য বিদেশগামী কর্মীর ডাটাবেজে নাম তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক;
- পুরাতন ২১ টি জেলায় অবস্থিত জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে দালাল চক্র ও প্রতারকের হাত হতে রক্ষার জন্য ডাটাবেজে নাম তালিকাভুক্ত করা হয়;
- তালিকাভুক্তির জন্য জনপ্রতি ৮০/- (আশি) টাকা ফিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়;
- আবেদন ফরম যথাযথ ও নির্ভুলভাবে পূরণ করতে হয়;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস হতে এ বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ডাটাবেজে নাম তালিকাভুক্তির সময়- ২ দিন।

বহির্গমন শাখা

১) নিয়োগানুমতি প্রদান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে	বিএমইটি হতে
○ সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক অসত্যায়িত চাহিদাপত্রে কর্মীর সংখ্যা ৮ জনের বেশি; ○ সত্যায়িত চাহিদাপত্রে কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশি; এবং ○ ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মী।	○ অসত্যায়িত চাহিদাপত্রে কর্মীর সংখ্যা অনুর্ধ্ব ৮জন; এবং ○ সত্যায়িত চাহিদাপত্রে কর্মীর সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১০০জন।

বিএমইটি এবং মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সকল নিয়োগানুমতিই বিএমইটি'র ডাটাবেজে নিবন্ধন করতে হয়।

নিয়োগানুমতির জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় ঃ-

- লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;
- কর্মীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির বিবরণসহ নিয়োগকর্তার সাথে এজেন্সীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র;
- সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক সত্যায়িত চাহিদাপত্র, ক্ষমতাপত্র ও চুক্তিপত্র;
- যে দেশে বাংলাদেশের মিশন নেই বা যুক্তিসংগত কারণে সত্যায়ন আনা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় মিশন হতে প্রস্তাবিত ভিসা প্রাপ্তির সার্টিফিকেট/নিশ্চয়তাপত্র;
- বিদেশে গমণের পরে চাকুরী না হলে কর্মীদেরকে ফিরিয়ে আনার দায়-দায়িত্ব এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন মর্মে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে এজেন্সী কর্তৃক ঘোষনাপত্র;
- ওয়ার্ক পারমিট/এনওসি/এন্ট্রি পারমিট/ভিসার কাগজপত্রের ইংরেজী-আরবী অনুবাদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

নিয়োগানুমতির কাগজপত্রাদি নথিতে উপস্থাপন, সত্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ডাটাবেজে নিবন্ধন ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য-৩ দিন।

২) রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান ঃ-

(ক) ব্যক্তিগত (একক) বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ

স্ব-উদ্যোগে বা আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট/এনওসি/এন্ট্রি পারমিট সংগ্রহ করলে ব্যক্তিগতভাবে বিএমইটিতে উপস্থিত হয়ে বা রিক্রুটিং এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হয়।

ছাড়পত্রের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় ঃ-

- বিদেশগামীর জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস হতে নিবন্ধনকৃত কার্ড;
- ভিসার পৃষ্ঠাসহ পাসপোর্টের প্রথম ৬ পৃষ্ঠার ফটোকপি;
- ভিসা পৃষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- মূল ভিসা এ্যাডভাইস/এন্ট্রি পারমিট/ওয়ার্ক পারমিট/এনওসি ও ফটোকপি;
- ১৫০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চাকুরী ও ভিসার সঠিকতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অংগীকারনামা;
- পেশাজীবিদের ক্ষেত্রে সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নন এমর্মে গেজেটেড অফিসারের প্রত্যায়নপত্র;
- সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্ত শাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদেরকে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা হতে রিলিজ অর্ডার বা প্রেষণ পত্র;
- একক ভিসায় বিদেশগামী মহিলার ক্ষেত্রে আইনানুগ অভিভাবক হতে ১৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অনাপত্তি পত্র;
- ছাড়পত্রের জন্য নিম্নোক্ত হারে উৎস আয়কর (ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে) ও কল্যাণ ফি (পে-অর্ডারের মাধ্যমে) প্রদান করতে হয়ঃ

ভিসার প্রকৃতি	দেশের নাম	কল্যাণ ফি	উৎস আয়কর
অসত্যায়িত ভিসা	সৌদি আরব	১,০০০/-	৫০০/-
সত্যায়িত ভিসা	সৌদি আরব	৪০০/-	২৫০/-
অসত্যায়িত ভিসা	সৌদি ব্যতিত অন্যান্য দেশ	১,০০০/-	৪০০/-
সত্যায়িত ভিসা	সৌদি ব্যতিত অন্যান্য দেশ	৪০০/-	২৫০/-
অসত্যায়িত ভিসা	যে কোন দেশ (প্রার্থী নিজে)	১,৫০০/-	-
সত্যায়িত ভিসা	যে কোন দেশ (প্রার্থী নিজে)	১,০০০/-	-

যে দিন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয় (বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে) সে দিনই অথবা তার পরদিন বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

(খ) রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে দলীয় বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ

ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় ঃ-

- বিদেশগামী কর্মীর ২১টি বৃহত্তর জেলায় অবস্থিত জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) হতে ডাটাবেজে নাম নিবন্ধন সংক্রান্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্ড;
- পাসপোর্টের ৬ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত (ভিসার পৃষ্ঠাসহ) ফটোকপি;
- ভিসা/এনওসি/এন্ট্রি পারমিট/ওয়ার্ক পারমিট ইত্যাদির ফটোকপি;
- কর্মীদের নাম ও ঠিকানাসহ তথ্যাদি;
- পেশাজীবির ক্ষেত্রে সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয় মর্মে গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র;
- বিদেশে গমণের পর চাকুরী না হলে দেশে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কীত সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নিশ্চয়তাপত্র (এ্যাফিডেবিট আকারে);
- প্রত্যেক দক্ষ/আধাদক্ষ/অদক্ষ/পেশাভিত্তিক কর্মীর ক্ষেত্রে প্রদেয় ফি;

কর্মীর ধরণ	কল্যাণ ফি	উৎস আয়কর
দক্ষ/আধাদক্ষ/পেশাভিত্তিক কর্মী	২৫০/-	১২০০/-
অদক্ষ কর্মী	২৫০/-	৮০০/-

- সরকার নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত অভিবাসন ফি গ্রহণ করা হয়নি মর্মে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;
- এজেন্সীর সাথে বিদেশগামী কর্মীর চুক্তিপত্র;
- জনশক্তি ব্যুরোতে উপস্থিত হয়ে ব্রিফিং গ্রহণ সনদ;
- মালয়েশিয়া গামী কর্মীকে মালয়েশিয়ায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না মর্মে অঙ্গীকারনামা;
- সৌদি আরবে হাউজ হোল্ড ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা কমপক্ষে ২৫ বছর;
- মহিলাদের ক্ষেত্রে আইনানুগ অভিভাবক হতে অনাপত্তি পত্র।

যে দিন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয় (বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে) একই দিন অথবা তার পরদিন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

কল্যাণ শাখা

(ক) বিদেশে মৃত কর্মীদের লাশ দেশে আনা ও দাফন খরচ প্রদান ঃ-

২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্যের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়ঃ

- সাদা কাগজে আবেদন;
- মৃতের মূল পাসপোর্ট, ডেথ সার্টিফিকেট, এয়ারওয়েজ বিল, উত্তরাধিকার সনদ, চেয়ারম্যান সনদ ও সত্যায়িত ছবি;

জনশক্তি ব্যুরোর বহির্গমন ছাড়পত্র এবং কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই, সংশ্লিষ্ট জেলা জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে ওয়ারিশ সনাক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে দাপ্তরিক কার্যক্রম শেষে চেক হস্তান্তর-৩০ দিন।

(খ) বিদেশে কর্মরত মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় ও বিতরণ ঃ-

সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা হতে বকেয়া পাওনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়োগকর্তা হতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না গেলে মৃতের উত্তরাধিকারীগণকে কল্যাণ তহবিল হতে ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এ জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হয় ঃ

- সাদা কাগজে আবেদন;
- মৃতের মূল পাসপোর্ট, ডেথ সার্টিফিকেট, উত্তরাধিকার সনদ, ফারায়েজনামা, অভিভাবকত্ব সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), চেয়ারম্যান সনদ ও সত্যায়িত ছবি।

দূতাবাস হতে টাকা প্রাপ্তির পর ওয়ারিশগণ কে অবহিত করণ, ওয়ারিশদের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, যাচাই-বাছাই, জেলা জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে ওয়ারিশ সনাক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে দাপ্তরিক কার্যক্রম শেষে চেক হস্তান্তর-৩০ দিন।

(গ) বিদেশে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের প্রয়োজনবোধে আর্থিক ও আইনী সহায়তা ঃ-

বিদেশের জেলে আটক কর্মীকে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/আইনজীবি দ্বারা আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়।

(ঘ) ব্রিফিং প্রদান ঃ-

বিদেশগমনের পূর্বে সকল কর্মীকে ব্যুরোতে উপস্থিত হয়ে ব্রিফিং গ্রহণ করতে হয়। ব্রিফিং-এ নিম্নোক্ত বিষয়াদি অবহিত হওয়া যায় ঃ-

- সংশ্লিষ্ট দেশের পরিচিতি, শ্রম আইন, আচার-আচরন, নিয়ম-কানুন, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা,
- ধর্মঘট ও মিছিল না করা এবং অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত থাকা,
- বিদেশ হতে হুন্ডি পরিহার করে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ,
- বাংলাদেশের মিশনের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনবোধে সহায়তা নেয়া,
- স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পন্য পরিবহনের ব্যাগেজ রুল ইত্যাদি।

জনশক্তি ব্যুরো ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার কর্মকর্তাগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে কর্মীদের ১ ঘন্টা ব্যাপি সতর্কতামূলক পরামর্শ/ব্রিফিং প্রদান করে এতদসংক্রান্ত পুস্তিকা বিতরণ করে থাকে।

(ঙ) কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিমান বন্দরে সহায়তা ঃ-

বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত বাংলাদেশী কর্মীদের বিমান বন্দরে সহায়তার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তাগণ বহির্গমন ছাড়পত্রের সঠিকতা যাচাইপূর্বক বিমানবন্দরের সার্বিক কাজে সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীরা অসুস্থ্য, পঙ্গু ও আহত অবস্থায় দেশে ফেরত আসলে বিমান বন্দর থেকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ শাখা

দেশে ও বিদেশে চাকুরীর চাহিদা অনুযায়ী এবং আত্ম কর্মসংস্থানের উপযোগী করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

- বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ১ টি;
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - ৩১ টি;
- মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - ৬ টি;
- শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর - ৩ টি।

(খ) অত্র ব্যুরো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান প্রশিক্ষণ কোর্স গুলো হলোঃ

- ডিপ্লোমা ইন মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন শিপ বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং
- মেরিণ ডিজেল আর্টিফিসার
- শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং (গ্যাস ও আর্ক)
- মেকানিক্যাল ড্রাফটিং শিপরাইট/প্লেটার
- মেরিণ সিফটি এন্ড ফায়ার ফাইটিং
- শিপ বিল্ডিং ড্রয়িং উইথ অটোক্যাড
- ইলেকট্রিক্যাল
- রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং
- ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেনেন্স
- আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড
- গার্মেন্টস
- কম্পিউটার
- কম্পিউটার গ্রাফিক্স
- অটোমোটিভ
- ইলেকট্রনিক্স
- মেশিন টুলস্ অপারেশন
- রড বাইন্ডার
- সাটারার
- টাইল্স ফিকচার
- হাউস কিপিং
- ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন
- ৬-জি ওয়েল্ডিং
- কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ

নিয়মিত কোর্স ছাড়াও বৈকালিক কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
এ ছাড়া নিয়োগকর্তার চাহিদা মোতাবেক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হতে বাছাই করে বৈদেশিক চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত কর্মীদের টিটিসি সমূহে স্কীল টেষ্ট নেয়ার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) স্থানীয় নিয়োগকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক টিটিসিসমূহে টেইলর মেইড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(ঙ) প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ফোন নম্বরঃ ৮৩১৩৭৭৭, ৯৩৬১৪২৭ ও ৮৩৫২৭১৯ এ যোগাযোগ করুন।

অভিযোগ বাক্স

বিএমইটি'র তথ্য কেন্দ্রের পাশেই একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে। বিএমইটি সম্পর্কে মতামত, পরামর্শ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ বাক্সে রাখা যাবে।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত তথ্যাদি ছাড়াও আরো বিস্তারিত জানার জন্য বিএমইটি'র তথ্য কেন্দ্র এবং ব্যুরোর ওয়েব সাইট পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো।